সংবাদ

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার ২৭শে বৈশাখ ১৪০৮◆Dhaka : Thursday 10 May 2001

গতকাল বুধবার সোনারগাঁও হোটেলে গ্রামীণ মিউচুয়াল ফান্ড-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর রেহমান সোবহান। পাশে ড. মুহম্মদ ইউনুস —সংবাদ

গ্রামীণ ব্যাংকের 'গ্রামীণ মিউচুয়াল ফান্ডের' যাত্রা শুরু

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক ঃ কমপক্ষে ১০ শতাংশ মুনাফার নিশ্চয়তা দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক এবার গ্রামীণ মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়তে যাচ্ছে। এ মিউচুয়াল ফান্ডের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, এ ফান্ডের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র, বিশেষ করে মহিলারা সরকারি কর্মচারীদের অবসরকালীন পেনশনের মতো নিয়মিত আয়ের সুবিধা ভোগ করবেন।

গতকাল বুধবার হোটেল সোনারগাঁওয়ে গ্রামীণ মিউচুয়াল ফান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে চুক্তি সইয়ের পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান, গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস, গ্রামীণ ফান্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এ কোরেশী, এইমস বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মনজুরুল হক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়াওয়ার সাইদ।

ব্রিফিংয়ে কর্মকর্তারা জানান, ১২ থেকে ১৫ কোটি টাকা তহবিল নিয়ে গ্রামীণ মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়া হবে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে শেয়ার বাজারে ফাণ্ডের শেয়ার ছাড়া হবে। কর্মকর্তারা জানান, ফান্ডের ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করবে গ্রামীণ ফান্ড। অন্যদিকে ফান্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে এইমস বাংলাদেশ।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, গ্রামের গরিব জনসাধারণ এ ফান্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বাইরে এসে জাতীয় অর্থনীতি শুধু নয় বিশ্ব অর্থনীতিতে যোগ দেবে। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের মধ্যে গরিবদের সঞ্চয়ে এ ধরনের একটা মিউচুয়াল ফান্ড গঠন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এ উদ্যোগ দারিদ্র্য বিমোচনেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক ইউনুস বলেন, পরীক্ষামূলক-ভাবে প্রথমদিকে ১২ থেকে ১৫ কোটি টাকা দিয়ে মিউচুয়াল ফান্ড চালু করা হবে। প্রথমে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য গ্রামের দরিদ্র, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ফান্ডের শেয়ার ছাড়া হবে। পরবর্তীতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যাদের গ্রামীণ ব্যাংকের মতো দরিদ্র সদস্য রয়েছে তাদের মধ্যেও শেয়ার ছাড়া হবে। পর্যায়ক্রমে সকল ছোট ছোট কর্মচারী যাতে এ ফান্ডের অংশীদার হতে পারে সে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, এ ফান্ডের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– লাভ হোক, লোকসান হোক শেয়ারহোল্ডারদের ১০ শতাংশ লাভ দেয়া হবে। যদি অতিরিক্ত লাভ হয় সেটাও দেয়া হবে। তিনি বলেন, গ্রামের সহজ-সরল মানুষরা সহজে টাকা জমা ও ওঠানো এবং তা থেকে মুনাফা পেতে চায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়া হচ্ছে।

ইয়াওয়ার সাইদ জানান, মিউচুয়াল ফান্ডের একটি নির্দিষ্ট অংশ লাভজনক স্কিমে বিনিয়োগ করা হবে। ফলে ১০ শতাংশ মুনাফা দেয়া যাবে।

মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়া উপলক্ষে গতকাল দুইটি চুক্তি সই হয়। ট্রাস্টি চুক্তিতে সই করেন গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস ও গ্রামীণ ফান্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এ কোরেশী। অপর চুক্তিতে সই করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস ও এইমস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়াওয়ার সাইদ।